DEC. 25 2001

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2 ...

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা পৃথক পাঠ্যক্রম বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে অনুমোদন প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। দাবিনামা সংবলিত একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে লিখিত আকারে পেশের জন্য বৈঠক থেকে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদের উদ্যোগে সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে 'মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা কি হওয়া উচিত' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় অংশ নেন সংসদ সদস্য মাওলানা আবদুস সুবহান, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এমএ হামিদ, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুহম্মদ সাদউল্লাহ, আবদুস শহীদ নাসিম, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আবুল কালাম মুহম্মদ ইউসুফ, এম মুজাহিদুল ইসলাম, মাওলানা যাইনুল আবেদীন, ড. এবিএম হাবিবুর রহমান চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল আরিফ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, আনম রইছউদ্দিন, শামসুন্নাহার ফরিদ প্রমুখ।

গোলটেবিল বৈঠক

বক্তারা মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকের দুর্বলতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, কোন ধরনের সংস্কার ও সংশোধন ছাড়াই সেখানে ১৭ থেকে ১৮ বছর আগে লেখা বই পড়ানো হচ্ছে। নবম দশম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে কবি শামসুর রাহমানকে বলা হয়েছে দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক, অথচ ১৫ বছর আগে তিনি অবসর নিয়েছিলেন, আর ৫ বছর আগে পত্রিকাটি বন্ধ হয়েছে। সেই বই এ সুফিয়া কামালের মৃত্যু সংবাদ সংযোজিত হয়নি। একইভাবে লেখা আছে হ্যালির ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটবে ১৯৮৫ সালে যেন ১৯৮৫ সাল এখনও আসেনি!' এ সম্পর্কে মাওলানা মহিউদ্দিন খান বলেছেন, মাদ্রাসার প্রচলিত বইগুলো পড়ে একজন মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীর পাগল হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ একক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বদেশপ্রেমে সিক্ত এ জাতি একদিন একক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেই। আবদুস সুবহান এমপি বলেন, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই চার দলীয় জোটকে ক্ষমতায় এনেছে। তাই সরকারেরও উচিত তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা।

মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক ত্রুটি চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশসহ সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশের জন্য বৈঠকে অধ্যাপক এমএ হামিদকে আহ্বায়ক ও মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিমকে সদস্য সচিব করে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদকে কমিটির উপদেষ্টা নির্বাচন করা হয়। কমিটি প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা বিচার বিশ্লেষণ শেষে জাতীয় ওয়ার্কশপের মাধ্যমে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করবে।